খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ১০ই জুলাই, ২০১৫ তারিখে বায়তুল ফুতুহ্ লণ্ডন এ প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

আমরা যারা মহানবী (সঃ) এর নিবেদিত প্রাণ, প্রেমিককে মেনেছি আমাদের নিজেদের অবস্থায় বিপ্লব এনে নিজেদের ঈমানকে সেই পযায়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সেখানে আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্ম খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্থ হবে। আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণা নিয়ে যেন আমরা জীবন কাটায়। রমজানের কল্যাণ যেন আমাদের মাঝে চিরস্থায়ী হয়।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ বাইশ রোযা অতিবাহিত হয়েছে বা হচ্ছে। আর এভাবে আমরা রমযানের শেষ দশক বা শেষ আশারা আমরা অতিবাহিত করছি। রাসূলে করীম (সা.)-এর এক উক্তি অনুসারে আমরা খোদা তা'লার রহমত ও মাগফেরাতের দশক বা আশারা অতিক্রম করে এখন জাহান্নাম থেকে মুক্তিদাতা দশক বা আশারা অতিক্রম করছি তাই এটি খোদার একান্ত অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের এই সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু একজন মুমিন যে খোদার সত্তায় বিশ্বাস রাখে এবং খোদার তাকওয়া অবলম্বন করে, তার হৃদয়ে খোদা ভীতিতে পরিপূর্ণ তাই সে শুধু এটি নিয়ে আনন্দিত হতে পারে না যে, এই দিন বা এই দশক যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অতিবাহিত করার সুযোগ দিয়েছেন তা আমার মুক্তির কারণ হয়েছে। এই দিনগুলো নিঃসন্দেহে রহমত এবং মাগফেরাত আর জাহান্নাম থেকে মুক্তির দশক। প্রশ্ন হল, এই দিনগুলোর কল্যাণরাজি সত্যিকার অর্থে আমরা লাভ করতে পারেছি কিনা? আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ বা উক্তি শর্তহীন হয় না, নিঃশর্ত হয় না বরং এগুলো শর্ত সাপেক্ষ হয়ে থাকে। তাই এই দিনগুলোর রহমত থেকে অংশ পাওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে এ দিনগুলোতে খোদা তা'লার মাগফেরাত বা ক্ষমা থেকে অংশ পাওয়ারও কিছু শর্ত আছে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্যও কিছু শর্ত মেনে চলা আবশ্যক।

সুতরাং এসব বিষয় থেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য, লাভবান হওয়ার জন্য সেই সব কথা সন্ধান করতে হবে যার মাধ্যমে খোদাকে সন্তুষ্ট করে তাঁর ফযল এবং কৃপারাজিতে ধন্য হতে পারি। খোদা তা'লার রহমত সম্পর্কে কোন কোন মুফাস্সের বলেন যে, তা দু'ধরণের হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার রহমত বা করুণা খোদার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ হয়ে থাকে, তা অর্জনের জন্য বা তা লাভের জন্য মানুষ বিশেষ কোন চেষ্টা সাধনা করে না। এর দৃষ্টান্ত হল, খোদার এ কথা বলা যে, 'রহমতি ওয়াসেয়াত কুল্লা শায়ইন।' আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর খোদার এই রহমত হতে সকল মানুষ বা সকলেই অংশ লাভ করছে। কোন নেক কর্ম ছাড়াই তারা সেই রহমত থেকে অংশ লাভ করছে বা অংশ পাচ্ছে কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এ সম্পর্কে বলেছেন যে, এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, রহমত সার্বজনীন এবং ব্যাপক আর ক্রোধ বা ন্যায় বিচার বিশেষ কোন বিশেষত্বের ফলে জন্ম নেয়। অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট ঐশী আইন লঙ্ঘনের পরই কার্যকর হয়। এর জন্য প্রথমে ঐশী আইন থাকা উচিত আর ঐশী আইন লঙ্ঘনের ফলে পাপ হওয়ার পর এই বৈশিষ্ট প্রকাশ পায় এবং এটি স্বীয় দাবি পুরণ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা আপন বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, দয়া প্রদর্শন করেন। কিন্তু ঐশী আইন লঙ্ঘণের পর মানুষ গজব

বা শাস্তির স্বীকারে পরিণত হয়। ছোট-খাটো ভুল-ভ্রান্তি আল্লাহ্ তা'লা সব সময় ক্ষমা করে থাকেন কিন্তু যখন মানুষ চরম ভাবে সীমা লঙ্ঘণ করা আরম্ভ করে তখন খোদার আদল বা অন্যান্য বৈশিষ্ট স্বীয় রূপ প্রকাশ করে। কিন্তু সার্বজনীন ভাবে খোদা তা'লার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। অনেক সময় আদল বা ঐশী বিধান লঙ্ঘণের ফলাফলস্বরূপ শাস্তি পাওয়া আবশ্যক হয়ে থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা করুণাবশতঃ ক্ষমা করেন। ঈমানের দাবি হল ঈমানী অবস্থাকে সুধরানো এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। যদি সত্যিকার অর্থে ঈমান থাকে আর চেষ্টা সত্ত্বেও কোন মানবিক দুর্বলতার কারণে কোন পাপ যদি হয়ে যায় তাহলে খোদা তা'লার রহমত এবং করুণা সেই পাপকে ঢেকে রাখে বা পরিবেষ্টন করে। মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলছেন যে, সর্তকবাণী যা করা হয় তাতে কোন প্রতিশ্রুতি থাকে না। শুধু যা থাকে তা হলো খোদা তা'লা স্বীয় কুদ্দুসিয়্যতে কারণের, পবিত্রতার কারণে অপরাধীকে শাস্তি দিতে চান আর অনেক সময় এর কারণে নবীদের বা মনোনীতদের বা ইলহামপ্রাপ্তদের অবহিত করেন যে, অমুক ব্যক্তি ধৃষ্ট হয়ে উঠছে তাকে আমি শাস্তি দিতে যাচ্ছি। কিন্তু এরপর কী পরিস্থিতি দাড়ায় অপরাধি যখন তওবা-এস্তেগফার এবং আহাযারী, আকুতি-মিনতির সাথে সেই দাবি পুরণ করে তখন খোদার করুণার দাবি তাঁর গজব বা ক্রোধের দাবির উপর ছেয়ে যায়। অনেক সময় সংবাদও এসে যায়, শাস্তির সিদ্ধান্তও হয়ে যায় কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় সে যদি তওবা করে বা ইস্তেগফার করা অব্যাহত রাখে তাহলে শাস্তি এড়াতেও পারে। তিনি বলেন, ঐশী রহমতের দাবি শাস্তি বা ক্রোধের দাবির উপর ছেয়ে যায় আর সেই গজব বা ক্রোধকে নিজের মাঝে লুকিয়ে ফেলে, প্রচ্ছন্ন করে বা পর্দাবৃত করে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দেন।

এই আয়াতের অর্থাৎ আয়াত **"আযাবী উসিবু বিহি মান আশায়ূ ওয়া রাহমাতী ওয়াসেআত কুল্লা সাই"** -এর এটি অর্থ। অর্থাৎ "রাহমাতী সাবাকাত গাযাবী" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলছেন আমার রহমত আমার গজব বা ক্রোধের উপর ছেয়ে গেছে। সুতরাং অপরাধীদেরকেও তওবা ও এস্তেগফারের ফলে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করেন, যারা সকল সীমা ছাড়িয়ে যায় যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করেন। তিনি বলেন, এমন অপরাধী যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত তারা যখন বিগলিত চিত্তে ক্রোন্দন করে, আহাযারি করে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও ক্ষমা করেন বরং তিনি স্বীয় ফেরেশতাদেরকে অনেককে শাস্তি দেয়া সম্পর্কে অবহিত করেন কিন্তু অপরাধীর বিগলিত চিত্তে ক্রন্দন, তার আহাযারি এবং এস্তেগফার করা খোদার করুনাবারিকে আকর্ষণ করে। যাইহোক মোমেনকে এটি সাজে না যে প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার নিয়মকে লঙ্ঘন করবে, নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এরপর আহাযারি করবে আর খোদার করুনা যাচনা করবে। মোমেনদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। দ্বিতীয় প্রকার রহমত বা করুনা কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে নেক কর্মশীলদের উপর এবং তাকওয়ার পথে বিচরণকারীদের উপর। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, "ইন্না রাহমাতাল্লাহে কারিবুম মিনাল মুহসিনিন"। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার রহমত মুহসীনদের বা সৎকর্মশীলদের সন্নিকটে বা নিকটবর্তী। মোহসেন শব্দের অর্থ হলো এমন ব্যক্তি যে অন্যদের সাথে নেক ব্যবহার করে, তাকওয়ার ওপর বিচরণকারী, জ্ঞানী। সকল শর্তসাপেক্ষে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কাজ সমাপ্তকারী। তখন খোদা তা'লার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হয়। তাদের দোয়া গৃহীত হয়।

সুতরাং যদি চান যে আপনাদের দোয়া গৃহীত হোক তাহলে নেক কর্মশীল হওয়া আবশ্যক। আর মোহসেন শব্দের এ সকল অর্থ সামনে রেখে মোহসেন বা নেক কর্মশীল হওয়া আবশ্যক। তাই এ কথাটি সামান্য কোন বিষয় নয়। সাধারণ বা তুচ্ছ নেক কর্ম করে মানুষ মোহসিন হতে পারে না বরং এই মর্যাদায় উপনীত হবার জন্য নিজেদের নেক কর্মকে উন্নত মানে পৌঁছানো আবশ্যক। , তিনি (সা.) বলেছেন, মোহ্সিন সে যে প্রতিটি কাজের সময় এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, সে আল্লাহ্ কে দেখছে, এই কথাটি তার সামনে রাখা চাই বা অন্তত পক্ষে এ বিশ্বাস থাকা চাই যে আল্লাহ্ তা'লা তাকে দেখছেন। আমরা আকুল বাসনা রাখি যে আমাদের দোয়া গৃহীত হোক আর আমরা খোদার রহমত বা করুনাবারিরও যেন ওয়ারিশ হই আর তার করুনাবারি আমাদের উপর যেন বর্ষিত হয় কিন্তু তা অর্জন বা লাভের জন্য আমারা সেই মানে উপনীত হবার চেষ্টা করি না বা আমাদের বেশিরভাগ মানুষ করে না। বা আমরা রীতিমত সেই চেষ্টা করি না যা একজন মোমিনকে করা উচিত। আমরা এ কথা নিয়ে উৎফুল্ল থাকি যে আমরা আল্লাহ্ তা'লার রহমতের দশক অতিবাহিত করছি, কিন্তু এ কথা ভাবি না যে, এ রহমত লাভের জন্য আমরা কী করেছি বা আমাদের কী করা উচিত ছিল।

সুতরাং এই রহমত এবং করুনাবারি আকর্ষণের চেষ্টা আমাদের করা উচিত বা করার প্রয়োজন রয়েছে যা আমাদের স্থায়ী সঙ্গী হবে। এমন নয় যে তা সাময়িকভাবে আমাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। এরপর সময় কেটে যাবার পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবো। একটি মাত্র শব্দ রহমতের মাধ্যমে মহানবী (সা.) আমাদের জীবনের জন্য কোন পন্থার এক ভান্ডার রেখে গেছেন যে, রমযানের প্রথম দশ দিনে তোমরা এ রহমত সন্ধান করো আর এ রহমত যখন তোমার হস্তগত হয় তখন অঙ্গীকার করো যে, এটিকে জীবনের স্থায়ী অংশ করে নেব। একজন মোমেনকে দশদিনের তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণ তাকে পরবর্তী পথ দেখাবে। কিন্তু শয়তান যেহেতু প্রতিটি মুহুর্ত আমাদের পিছু ধাওয়া করছে। সে নিজের কাজে রত, বিভ্রান্ত করার কাজে রত পুণ্য থেকে বিচ্যুত করার কাজে নিয়োজিত তাই এ রহমত বা কুরুণা লাভের পর এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য খোদার সাহায্য প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করে তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান নি বরং যেভাবে তিনি মানুষের স্রষ্টা খালেক আর তার সকল আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শক্তিবৃত্তির সৃষ্টিকারী। একইভাবে তিনি মানুষের কাইয়্যুমও। অর্থাৎ যা কিছু বানিয়েছেন তাকে স্বীয় বিশেষ সমর্থন এবং সাপোর্টের মাধ্যমে হেফাযতও করেন। অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও করেন অর্থাৎ তিনি কাইয়্যুম। সুতরাং যেহেতু খোদাতা'লার নাম যেহেতু কাইয়ুম অর্থাৎ নিজ সাপের্টে সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাই মানুষের জন্য আবশ্যক হল যেভাবে খোদার খালিকিয়্যাতের কল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে একইভাবে সে স্বীয় সৃষ্টির ছাপকে খোদার কাইয়ুমিয়্যাতের মাধ্যমে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

তাই মানুষের এক স্বাভাবিক প্রয়োজন ছিল যে কারণে ইস্তেগফারের নির্দেশ দেয়া্ হয়েছে। এই আল্লাহ্ তা'লার কাইয়ুমিয়্যাত থেকে অংশ পাওয়ার জন্য নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তালা বলছেন যে ইস্তেগফার কর। তাই রমযানে যে মাগফেরাতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে এই প্রেরণা এই স্পিরিটের প্রতি মনোযোগ রাখার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে ইস্তেগফার কর আল্লাহ্ তা'লার কাছে। মাগফেরাত যাচনা কর যদি তাঁর রহমত থেকে অংশ পেতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা যিনি এই দিন গুলিতে বিশেষ সদয় হয়ে থাকেন বান্দার প্রতি তাঁর করুণার উভয় ধারা প্রবাহমান রয়েছে। একটি সাধারণ কল্যাণ ধারা যার একটি থেকে মু'মিন অমু'মিন সকলেই অংশ পায়। আর একটি বিশেষ

কল্যাণধারা যা শুধু সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তা থেকে যেন আমরা অংশ পেতে পারি। এই কল্যাণধারা থেকে অংশ পাওয়ার জন্য যা সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পর্কযুক্ত এ জন্য নেকী করার যেখানে মু'মিন চেষ্টা করবে সেখানে ইস্তেগফারের মাধ্যমে খোদার আলো থেকে আলো এবং তাঁর শক্তি থেকে শক্তি অর্জন করা উচিত যেন সে কখনো কোন সময় সে খোদার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে না হাবুডুবু খায়। বা খোদা তা'লার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে শয়তানের ক্রোড়ে না আশ্রয় নিয়ে বসে। যদি খোদার শক্তি সাথে না থাকে তাহলে শয়তানের আক্রমণ বড় ভয়াবহ। তাৎক্ষণিকভাবে তা মানুষকে করতলগত করে। তাই ইস্তেগফার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যেন মানুষ খোদার শক্তি থেকে শক্তি পায়। শয়তান থেকে সব সময় নিরাপদ থাকে।

তিনি বলেন যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দূর্বল। এই দূর্বলণতা এড়িয়ে খোদার শক্তি থেকে শক্তিমান হওয়ার জন্য ইস্তেগফার আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন :"মানুষের অন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য খোদার কৃপা এবং রহমত নিজের জীবনে স্থায়ী করার জন্য খোদার সাপোর্টেও প্রয়োজন এছাড়া আমরা কিছুই করতে সক্ষম নই। আল্লাহ্ তা'লা নিজের নাম কাইয়্যুম রেখে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা খোদার একটি বৈশিষ্ট্য যে নেকী অব্যাহত রাখার জন্য এবং খোদা তা'লার করুণা এবং ক্ষমা থেকে স্থায়ীভাবে অংশ পাওয়ার জন্য খোদার সাহায্য এবং তাঁর সাপোর্টের প্রয়োজন। খোদার কাইয়ুম গুণবাচক নামই বলছে যে কোন যদি কোন কিছুকে স্থায় রূপ দিতে হয় তাহলে আমার সাপোর্ট এবং সমর্থনের তোমার প্রয়োজন রয়েছে। আমার দিকে এসো। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে এই সাপোর্টকে কখনো ছেড়ে দিও না। আল্লাহ্ তা'লা চিরস্থায়ী এবং স্থায়ীত্বদাতা আর সবচেয়ে দৃঢ় সাপোর্ট এবং সমর্থন।

মহানবী (সা.) যেখানে বলেছেন যে আখেরী আশারা বা শেষ দশ দিন মুক্তির কারণ। মানুষ যখন খোদার রহমতের চাদরে আবৃত হয় তাঁর মাগফিরাত থেকে আলো লা"ভ করে এবং শক্তি লাভ করে এর উপর যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর আলো থেকে অংশ নিয়ে তাঁর শক্তির বলে যখন সে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জানা কথা যে সে খোদার নৈকট্য অর্জন করে। আল্লাহ্ তা'লা কাউকে প্রতিদান শূণ্য রাখেন না। বড় দয়ালু, অনেক বড় দাতা তিনি। জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি তিনি (আ.) বলেন যে, ধর্মের উদ্দেশ্য কি? ধর্মের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তালা প্রবিত্র স্বত্তা তাঁর উৎকর্ষ গুণাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত ঈমান অর্জিত হয়ে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে মানুষের মুক্তি লাভ করা। আল্লাহ তালার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধন রচিত হওয়া। কেননা সেটিই সত্যিকার অর্থে জান্নাত যা পরলোকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাবে। আর সত্যিকার খোদা সম্পর্কে অনবহিত থাকা এবং সেই খোদা থেকে দুরে থাকা তাঁর প্রতি ভালোবাসা না রাখা এটিই সত্যিকার অর্থে জাহান্নাম যা পরলোকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাবে।

সুতরাং এই গুঢ়তত্ত্বকে আমাদের বুঝতে হবে জাহান্নাম থেকে মুক্তিও এই পৃথিবীতেই সুচিত হয় আর জান্নাত লাভও এই পৃথিবীতেই আরম্ভ হয়ে যায়। আর এই উভয়টির যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে বিভিন্ন অবস্থা এবং রঙে যা মানুষের লাভ হবে বা লাভ হয় তা হয়ে থাকে পরকালে। সুতরাং খোদার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক তওবা ইস্তেগফার এই পৃথিবীতেই মানুষকে জান্নাতে ধন্য করে। আর ব্যাপক প্রকাশ ঘটবে পরকালে। আল্লাহ তালার সাথে সত্যিকার ভালোবাসা তাঁর করুণা এবং ক্ষমা প্রতিক্ষন প্রতিনিয়ত যাচনা না করা তার আদেশ-নিষেধকে জেনেশুনে লঙ্ঘন করার নামান্তর। এটি খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। এরপর

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কুরআনের বরাতে এভাবে বিষয়কে খোলাসা করেছেন, তিনি বলেন, কুরআন শরীফ বেহেস্ত এবং জান্নাতের যে চিত্র তুলে ধরেছে অন্য কোন গ্রন্থ তা করেনি। তা পরিস্কার ভাবে প্রকাশ করেছে যে, তা এই পৃথিবীতেই এ ধারার সূচনা হয়। তিনি বলেন,**ওয়া লেমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান**। অর্থাৎ যে ব্যক্তি খোদা তালার সন্নিধানে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়ার কথা ভেবে ভীত তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে। একটি জান্নাত এই পৃথিবীতে লাভ করে। খোদার ভয় এবং ভীতি তাকে পাপ থেকে বিরত রাখে। আর পাপ থেকে বিরত থাকলেই জান্নাত লাভ হয়। আর পাপের দিকে অগ্রসর হওয়া ধাবিত হওয়া হৃদয়ে এক ব্যাকুলতা উৎকণ্ঠা এবং অসস্থি সৃষ্টি করে যা নিজেই একটি জাহান্নাম।

সুতরাং ইহলৌকিক জান্নাতি জীবন বা পরকালে জান্নাত লাভের প্রচেষ্টা এবং জাহান্নাম থেকে বাচা কি এবং কিভাবে সম্ভব এটি তিনি বলেছেন। কুরআনের আয়াত অনুসারে জাহান্নাম এড়ানো এবং জান্নাত লাভ শুধু পারলৌকিক জান্নাত লাভ এবং জাহান্নামের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এই পৃথিবীর বা ইহলৌকিক জান্নাত এবং জাহান্নামও রয়েছে। আর এই জাহান্নাম থেকে বাঁচা তখনই সম্ভব যখন মানুষ খোদা তালাকে ভয় করে। যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে মহা নবী (সা.) বলেছেন, সত্যিকার মোহসেন বা সৎকর্মশীল সে যার মন-মস্তিষ্কে এই ধারণা বিরাজ করে যে আল্লাহ তালা আমাকে দেখছেন যদি এই চেতনা থাকে যে খোদা আমাকে দেখছেন তাহলে খোদা ভীতি সৃষ্টি হয়। আর কেবল তবেই মানুষ পাপ এড়াতে সক্ষম হয়। আর যে পাপ বজর্ন করতে সক্ষম হয় সে হৃদয়ের উৎকণ্ঠা থেকেও রক্ষা পায়।

সুতরাং এটি আমাদের সামনে রাখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ভাবতে হবে রমজানের শেষ দশকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আর ঈমানকে চিরকাল নিরাপদ রাখার জন্য তাকওয়ার প্রতি প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করতে হবে। এই একই প্রেক্ষাপটে মহানবী (সঃ) আরো দৃষ্টি অকর্ষণ করে বলেন, বরং তিনি সুসংবাদ দিয়েছেন আর তা'হলো, রমজানের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর সম্পর্কিত একটি হাদিসে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে আত্মজিজ্ঞাসার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে রমজানে রোযা রাখে তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরনায় সমৃদ্ধ হয়ে লায়লাতুল কদরের রাতে নামাযের জন্য দন্ডায়মান হয় তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। লায়লাতুল কদরের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। রমজানেরও একই গুরুত্ব রয়েছে। ঠিক আছে এক রাতে পাপ ক্ষমা কর কিন্তু অতীতের কর্মও সামনে থাকে আর রমজানের ত্রিশ দিনই একই কাজ করতে হয়।আল্লাহতা'লা বলেন, এটি হলো শর্ত যাহা আবশ্যকীয় রমজানের রোজা রাখা এবং লায়লাতুল কদর পাওয়া ঈমানী চেতনা এবং আত্মজিজ্ঞাসা এগুলো আবশ্যক। রমজানের প্রথম দিন গুলোতে যদি দুর্বলতা থেকে যায় শেষের দিন গুলোতে তা দূর করার চেষ্টা করা উচিত। মহানবী (সঃ) এই কথা বলেন নি যে, শুধু তার পাপ করা ক্ষমা করা হবে যে লায়লাতুল কদর দেখার সুভাগ্য লাভ করে। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি যে, রোযা এবং লায়লাতুল কদর ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে অতিক্রম করে তার আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা রাখা উচিত। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। মুমিনের অনেক বিশ্বেষত্ব এবং শর্ত আল্লাহতা'লার কাছে রয়েছে।

আল্লাহতা'লা মুমিনের অনেক চিহ্ন এবং লক্ষণ কোরআনে বর্ণনা করেছেন। একটি লক্ষণ হলো, ইন্নামাল মু'মিনুনাল্লাহজিনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম। অর্থাৎ মুমিন কেবল তারাই যখন আল্লাহ কথা

উল্লেখ করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভীতসন্ত্রস্থ হয়। এটি মুমিনের পরিচয় সব সময় এই চিন্তা-চেতনার মাঝে থাকে যে, আল্লাহতা'লার আদের্শ নিষেধ অনুসারে জীবন যাপন করা আবশ্যক।

সুতরাং রমজান এবং লায়লাতুল কদরের বরকত শর্ত সাপেক্ষ। সেভাবে বলেছি আল্লাহ ও তার রাসূলের নিদের্শাবলী শর্তসাপেক্ষে হয়ে থাকে। তাই মানুষের ঈমানে যদি দুর্বলতা থেকে থাকে আর অন্যের অধিকার যদি সে পদদলিত করে এর পরেও যদি সে বলে যে সে লায়লাতুল কদর দেখেছে দোয়ার বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে নিজের জীবনের যদি বিশেষ পরিবর্তন সে আনে তাহলে আল্লাহর বিশেষ ফযল এবং রহমত তাকে ধণ্য করেছে। এই দাবী হলো আল্লাহর নির্দেশাবলীর উপরে প্রতিষ্ঠিত থেকে মেনে চলা। যদি এমন না হয় তাহলে হতে পারে যাকে সে লায়লাতুল কদর মনে করছে সেটি হয়তো আত্মপ্রতারণাই হবে। তিনি বলেন যে, ঈমান কামেল (পরিপূর্ণ) হওয়া চাই, আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা থাকা চাই।

এই কথাটি আমাদের সামনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, লায়লাতুল কদর কোন বিশেষ রাত নয়, লায়লাতুল কদরের তিনটি রূপ রয়েছে। একটি সেই রাত যে রাত রমজানে আসে, আর একটা ঐ যুগ যা নবীর যুগ,_আরেকটি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য লায়লাতুল কদর হলো সেটি যেদিন সে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। জাগতিক সকল নোংরামি এবং কলুষ থেকে যদি সে মুক্ত হয়ে যায় তবে সেটি লায়লাতুল কদর, ঈমানের উপর যদি দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়, আত্মজিজ্ঞাসার চেতনা নিয়ে যদি সে সকল পাপকে ঝেড়ে ফেলে তাহলে এটিই সেই লায়লাতুল কদর। যদি এটি লাভ হয়ে যায়, আমরা সম্পূর্ণভাবে যদি খোদার হয়ে যাই, তার নিদের্শাবলী মান্যকারী হই, ইবাদতের মানকে উন্নত করতে পারি তাহলে সেই লক্ষ্য যাহা অর্জনের আল্লাহতা'লা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যদি এই মর্যাদায় আমরা উপনিত হই এটি যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের প্রতিটি দিন, আমাদের প্রতিটি রাত দোয়া গৃহীত হওয়ার রাত বলে গণ্য হবে। আমরা যারা মহানবী (সঃ) এর নিবেদিত প্রাণ, প্রেমিককে মেনেছি আমাদের নিজেদের অবস্থায় বিপ্লব এনে নিজেদের ঈমানকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সেখানে আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্ম খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্থ হবে। আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণা নিয়ে যেন আমরা জীবন কাটাই। রমজানের কল্যাণ যেন আমাদের মাঝে চিরস্থায়ী হয়।

খোদা করুন, আমাদের মাঝে অনেকেই যেন সেই লায়লাতুল কদর লাভ করতে পারে, যাহা দোয়া গৃহীত হওয়ার বিশেষ সুযোগ নিয়ে আসে এই দিনগুলোতে, যে সম্পর্কে মহানবী (সঃ) আমাদের কে অবহিত করেছেন। এটি পাওয়া আমাদের পুণ্য এবং তাকওয়ার পথে যেন আমাদেরকে পরিচালতি করে। বরং এক্ষেত্রে আমাদেরকে উন্নত কর অতীতের সকল পাপের যেন ক্ষমা লাভ হয়। আর ভবিষ্যত পাপ বর্জনের জন্য আল্লাহতা'লা আমাদের মাঝে যেন নিজ বিশেষ অনুগ্রহে শক্তি এবং সামর্থ্য সৃষ্টি করেন। (আমিন)

Khulasa Khutba Juma Bangla Huzoor Anwar, (10th July 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO .....

.....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B